ছায়া মাতৃকার
মধুরাতি
6-6-52

"ছায়া মাতৃকা"র প্রথম নিবেদন

—মধুরাতি—

কাহিনী, সংলাপ ও চিত্রনাট্য— ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়।
সঙ্গীত রচনা—চারু মুখোপাধ্যায়।
সঙ্গীত পরিচালনা—প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী।
চিত্রশিল্পী— তারক দাস।
প্রধান শব্দযন্ত্রী— নৃপেন পাল।

শব্দ গ্রহণ— মানস মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদনা— শ্যাম দাস।
দৃশ্যসজ্জা— অনিল পাইন।
রসায়নাগার— অবনী রায়।
রূপসজ্জা— যমুনা দাশ।
ব্যবস্থাপনা— প্রতাপ মজুমদার।

প্রযোজনা ও পরিচালনা—শ্যাম দাস

—ঃ রূপায়ণে ঃ—

কমল মিত্র।
সমর রায়।
প্রফুল্ল কুমার।
রবি রায়।
ভরদ্বাজ।
প্রীতি মজুমদার।
বলরাম ব্যানার্জি।
নওয়াজিস।

এবং
শ্রীমান অনিল কুমার

ছায়া দেবী।
সুপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়।
গীতশ্রী।
চিত্রা দেবী।
মনোরমা দেবী।
বেলা রাণী।
প্রতিমা বোস।
বাসন্তী গাঙ্গুলী।
গোপা গাঙ্গুলী।

—ঃ সহকারী ঃ—

সুরশিল্পে— ননী চট্টোপাধ্যায়।
চিত্রশিল্পে—দীনেন গুপ্ত, বৃন্দাবন, কৃষ্ণ কিশোর ধর।
শব্দ গ্রহণে— নিরঞ্জন, হরদা।
সম্পাদনায়— চিত্ত বিশ্বাস।

দৃশ্যসজ্জায়— রামপদ
রূপসজ্জায়— মুন্সী।
রসায়নাগারে—কমল দাশ, বাদল দাশ ও ধীরেন মণ্ডল।
ব্যবস্থাপনায়—নারাণ।

আলোক সম্পাতে—গোপাল কুণ্ডু, চিত্ত বড়ুয়া, সতীশ দাস, রামপদ ও শৈলেন।
স্থির চিত্র—এস,ডি, এস, ষ্টিল ফটো। অর্কেষ্ট্রা—স্কুল অব্ রিদিমস।
ডিষ্ট্রিবিউশন এক্সিকিউটর—এস, আর, হেমাড।
প্রচারসচিব—প্রদ্যোত মিত্র।
রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে আর্, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও
ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরিতে পরিস্ফুটিত।

পরিবেশক—ক্যালকাটা টকিজ লিঃ

মধুরাতির কাহিনী

মহেশ মুখুজ্যের অবস্থা ভাল, বড় চাকরী করেন। দু'টি ছেলে। বড় ছেলে অমিত সর্ব্বগুণসম্পন্ন। এবার ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা দেবে। ছোট ছেলে গৌতম দাদাঅন্ত প্রাণ, দাদার আদর্শই তার কাছে বড়। তার তপস্যা, সে লক্ষ্মণ হবে।

মোটের ওপর, সুখেরই সংসার। কিন্তু তবু স্ত্রীর অসুখের জন্যে মহেশ মুখুজ্যের মনে শান্তি নেই। ঘরে কেউ নেই যে রুগ্না স্ত্রীর সেবা করে, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যেও ভার নেয় সংসারের। অবশ্য, মহেশের অধঃস্তন কর্ম্মচারী মন্তুবাবুর স্ত্রী অক্লান্তভাবে নীরবে সেবা ক'রে চলেছেন মহেশের স্ত্রীর কিন্তু তাতে কি পূর্ণ হয় সংসারের সব অভাব?

মহেশ ঠিক ক'রলেন, অমিত পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এলেই বিয়ে দেবেন তার। পাত্রী ঠিক ক'রলেন, তাঁরই বন্ধু দেবেনবাবুর মেয়ে নীলিমা-কে। পাত্র হিসাবে অমিত লোভনীয়। সুতরাং, হয়ত সম্বন্ধটা পাকা ক'রে নেওয়ার আশাতেই

একদিন দেবেনবাবু পত্নী-কন্যাসহ এলেন মহেশের স্ত্রীকে দেখতে। রুগী আর সংসারের অবস্থা দেখে শেষ পর্য্যন্ত দেবেনবাবু মহেশের সংসারে রেখে গেলেন নীলিমাকে। মহেশ আপত্তি ক'রেছিলেন, কিন্তু দেবেনবাবু কানে তুললেন না সে কথা।

খাস সহুরে মেয়ে নীলিমার চাল-চলন প্রথমতঃ গৌতমের একটুও ভাল লাগে না। কিন্তু নীলিমা আসার সঙ্গে সঙ্গে তার মা ভাল হ'চ্ছেন দেখে গৌতম খুসী হ'য়ে উঠল ও শেষপর্য্যন্ত অন্তরঙ্গতা হ'ল তার সঙ্গে। নীলিমাকে সে ব'লল, "আপনি বড় পয়মন্ত"।

গৌতমের কাছে নীলিমা গল্প শোনে অমিতের, দেওয়ালের গায়ে দেখে অমিতের সুঠাম দেহের ছবি, অমিতের বাড়ী ব'সে, অমিতের নানা অদৃশ্য স্পর্শে মুগ্ধ হয় নীলিমা, মনে মনে সে ভালবেসে ফেলে অমিতকে। তারপর, অমিত যেদিন ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী ফিরল, তাকে দেখে নীলিমা একেবারে বিমুগ্ধ।

সোনালী স্বপ্নের জাল ছড়িয়ে পড়ে মহেশ মুখুজ্যের পরিবারে। নীলিমা স্বপ্ন দেখে, অমিত হবে তার স্বামী, এই বাড়ী-ঘর-দুয়ার হবে তার নিজের, গৌতম হবে তার দেওর। মহেশ মুখুজ্যে আর তাঁর স্ত্রী স্বপ্ন দেখেন, নীলিমাকে কেমন সুন্দর মানাবে অমিতের পাশে, গৌতম স্বপ্ন দেখে, পয়মন্ত নীলিমা তার বৌদি হয়ে এলে তার মায়ের আর অসুখ হবেনা কোন দিন। নীলিমা যে পয়মন্ত!

এমন সময় যেন বাজ প'ড়ল সকলের মাথায়। অমিত ব'লল, সে বিয়ে করতে পারবে না নীলিমাকে, আর একটি মেয়েকে সে কথা দিয়েছে বিয়ের। ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলেন মহেশ মুখুজ্যে। সোজা কথা তিনি জানিয়ে দিলেন, নীলিমার সঙ্গে বিয়ে না হ'লে অমিতেরও কোন স্থান নাই তাঁর বাড়ীতে। খবর শুনে নীলিমাও স্তব্ধ হ'য়ে যায়। এদিকে অমিত বিয়ে ক'রে আনে শুক্লাকে। তাকে আর শুক্লাকে মহেশ মুখুজ্যে বের ক'রে দেন বাড়ী থেকে। মহেশ মুখুজ্যের স্ত্রীও বললেন, "আগে আমি স্বামীর স্ত্রী, তারপর আমি ছেলের মা।" অমিত নতুন বৌ'-এর হাত ধ'রে এসে উঠল কারখানার কোয়ার্টারে। শুক্লা প্রথম এল স্বামীর ঘরে, কেউ উলু দিল না, শাঁখ বাজাল না, বরণ ক'রে তুলল না তাকে, আনন্দের কোলাহলে মুখরিত হ'লনা তার মধুরাতি। এ হয়ত মস্ত বড় দুঃখ হ'ত শুক্লার জীবনে। কিন্তু সব কিছু সে ভুলে গেল গৌতমের প্রাণ-ঢালা ভালবাসা আর তার ছোট্ট প্রাণের অকৃত্রিম স্নেহ-প্রীতিতে।

অপর দিকে, ব্যর্থতার জ্বালায় নীলিমা হ'য়ে উঠল সাপের মত হিংসাপরায়ণ, দেবেনবাবু আর তাঁর স্ত্রী হয়ে উঠলেন ক্ষিপ্ত। তাঁরা

সবাই আঘাত ক'রতে চাইলেন অমিতকে, কলঙ্ক আরোপ ক'রতে চাইলেন শুক্লার চরিত্রে, ধূলায় লুটিয়ে দিতে চাইলেন মহেশ মুখুজ্যের সম্ভ্রমবোধ আর পুত্রগর্ব্বকে। মহেশ মুখুজ্যের মূর্ত্তিও হ'য়ে উঠ ল ভয়ঙ্কর। দয়া নাই, মায়া নাই শুধু আঘাত আর আঘাত। আঘাতে আঘাতে তিনি ধরাশায়ী করতে চাইলেন তাঁর আত্মজ অমিত আর নিরপরাধ পুত্রবধূ শুক্লাকে।

এরই মাঝে, একদিন নীলিমার প্ররোচনায় তার প্রণয়ী অজিত কাপ্তেন বাবুটি সেজে এল মহেশ মুখুজ্যের সংগে দেখা ক'রতে। কথায় কথায় সে মহেশ মুখুজ্যের কানে তুলল যে, শুক্লার নাকি জাত-জন্মের কিছু ঠিক নেই। শুক্লার সঠিক পরিচয় পাবার হাজার রাস্তা খোলা থাকা সত্ত্বেও মহেশ মুখুজ্যে আত্মহারা হ'য়ে গেলেন এই কান-কথায়। তিনি ছুটে গেলেন অমিতের বাড়ীতে, নিরপরাধ শুক্লাকে তিনি অপমান করে এলেন পথের মেয়ে ব'লে।

খবরটা মহেশ মুখুজ্যের অসুস্থ স্ত্রীর কানেও উঠেছিল। তিনি শয্যাশায়ী হ'লেন এই আঘাতের অসহনীয়তায়।

এরপর অবস্থার দ্রুত পট পরিবর্ত্তন সুরু হ'ল। মহেশ মুখুজ্যের স্ত্রার জীবনের আশা ক'মে আসতে লাগল। সংসারে একলা মহেশ মুখুজ্যে অসহায় অবস্থার চাপে অস্থির হ'য়ে উঠলেন। মা-অন্ত-প্রাণ অমিতের অধিকার নেই বাড়ীতে ঢুকবার, তার মায়ের অন্তিম অবস্থায় তাঁকে একবার চোখের দেখা দেখবারও উপায় নেই তার। শ্বাশুড়ীর অন্তিম অবস্থায় তাঁকে সেবার দাবী নিয়ে শুক্লা হাজির হ'ল মহেশ মুখুজ্যেরে দুয়ারে। কঠোরহৃদয় মহেশ মুখুজ্যের। তিনি বাধা দিলেন শুক্লাকে। ব'ললেন যে, শ্বাশুড়ীকে সেবার কোন অধিকার তার নেই।

এইভাবে অসংখ্য নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত একদিন অতি স্বাভাবিকভাবেই যবনিকা প'ড়ল এই পরিচ্ছেদের। কিশোর গৌতম তার অক্লান্ত চেষ্টায় শান্তির বারিসিঞ্চন ক'রল মরুময় আবহাওয়ায়। কিন্তু কি ভাবে ?

রূপালী পর্দ্দায় তারই এক অতি করুণ, হৃদয়গ্রাহী কাহিনী দেখবার আমন্ত্রণ জানাই আপনাদের।

মধুমতির গান

(১)

অজানা কার তরে
মন যে আমার অনুরাগে
কাঁপে পুলক ভরে।

কমল যেন উঠলো জেগে
প্রভাত আলোর পরশ লেগে
ফাগুণ যেন লাগায় দোলা
শূণ্য কানন পরে॥

মরুর বুকে নেমেছে আজ
বাদল দিনের ধারা
কণ্ঠে আমার তাই জাগে গান
হিয়া আপন হারা।

দূর আকাশে মন বলাকা
মেলে আজি রঙ্গীন পাখা
উড়ে যেন চলে সে আজ
আশা বালুচরে॥

(২)

যা দিয়ে তোমায় পুজিব মা আজি
সে নহে গো শতদল
হৃদয় সাগর মন্থন করি
আনিয়াছি আঁখিজল।
চরণ দু'খানি ঢাকিব গো বলি
ফুটায়েছি মোর বেদনার কলি
শূন্য হৃদয়ে এনেছিগো বহি
শুধু আশা পরিমল।

মনবিহঙ্গ বন্ধ করেছে
বাসনার দু'টি পাখা
ভুলিয়া গিয়াছে গোধূলী বেলায়
অলস স্বপন আঁকা॥

কামনারে তাই ধূপসম জ্বালি
আনিয়াছি মাগো করি বৈকালী
আশা লতাটিরে ছুঁইতে দিয়ো মা
ও দুটি চরণতল।

(৩)

সোণার স্বপন মোর
ভাঙ্গিয়া বুঝিবা যায়
নয়ন সলিলে হায়।

যে ফুল ফুটিতে চায়
মুকুলে ঝরিয়া যায়
শূন্য করিয়া শাখা
ফাগুন বনের ছায়।

ডুবিয়া বুঝিবা যায়
আশার তটিণী তীর
বাঁধা যে হ'লনা হায়
কামনার সুখ নীড়
হৃদয় বীণার তার
তাইতো বাজেনা আর
গুমরি গুমরি কাঁদে
ব্যথা লয়ে নিরাশায়॥

BARMAN PHARMACY

CHEMISTS & DRUGGISTS

166, BOWBAZAR STREET, CALCUTTA-12

দবারবানা **বর্মণ ফার্মেসী** ডাক্তারখানা

পাইকারী ও খুচরা ঔষধ বিক্রেতা

ন্যায়সঙ্গত দামে সর্ব্ববিধ ঔষধের বিরাট ষ্টক

বর্মণ ফার্মেসী

পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা

১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাঙ্গলার ঘরে ঘরে শান্তি ও স্বস্তি কামনা করে

মহালক্ষ্মী প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ

৩০, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

1952

Designed & Published by PRADYOT MITRA, on behalf of
Calcutta Talkies Ltd. 30, Dhuramtolla Street, Calcutta.
Printed by : U. C. I. Ltd. 124C, Vivekananda Road, Calcutta-6,